ইভলভ

অনেকের মতোই যখন আরও ছোট ছিলাম, কমপিউটারের মধ্যে গেম কী করে খেলা যায় বুঝতে পারতাম না, তখন রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে বহুক্ষণ শুয়ে-জেগে থাকতে হতো। খোলা জানালা, কাঁপতে থাকা পর্দা, অন্ধকার খাটের নিচে থাকা অজানা জিনিসটা, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ছায়া– সবকিছুর ভয়ে চোখ বন্ধ করাটা রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার ছিল। সমস্যাটা হলো– যা কিছুই করতাম না কেন, যেখানেই যেতাম না কেন, ওদের থেকে লুকানো যেত না। ঠিক তেমনি লুকানো যাবে না অসাধারণ একটি গেম ইভলভ থেকে।

ইভলভ গেমটিতে তুলে আনা হয়েছে সব সম্ভাব্য মিথিক্যাল ক্রি এ চারসদেরকে, বানানো হয়েছে অদ্ভুতুড়ে সব কাহিনী। এখানে সাক্ষয়াচ থেকে বিগফুট সবারই দেখা পাওয়া যাবে নির্বিঘ্নে। গেমারকে এগোতে হবে অস্বাভাবিক বিনোদনপূর্ণ প্রথম শ্রেণীর শুটার বাহিনী নিয়ে। প্রতিটি ম্যাচের অদ্ভুত দৈত্য গেমারের দলের শেষ মিশন হয়ে উঠতে পারে এবং আবারও পালানোর কোনো পথ নেই। গেম সেটআপ শুরু হবে একটি চার ব্যক্তির শিকারি দল নিয়ে। প্রতিটি শিকারির সুনির্দিষ্ট প্রতিভা আর অনন্য দক্ষতা গেমার নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। মাংস ক্ষুধা বন্য হয়ে উঠবে সামনে পড়া প্রতিটি জীবের মধ্যে। সবকটি ম্যাচের পর থাকবে একটি দৈত্য, যা ওই ম্যাচের প্রতিটি জীবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং আরও ভয়ঙ্কর। গেমারকে তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে প্রত্যেকটি ম্যাচ শেষ করতে। গেমারকে তার দল কন্ট্রোল করতে হবে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায়, গড়ে তুলতে হবে অতুলনীয় প্রতিরোধ।

দলের মধ্যে যে সদস্য ফাঁদ তৈরি করতে পারে, তাকে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে, আন লক করতে হবে সব ধরনের ট্র্যাপারস, উইপনস ও আর্টিলারি। ভয়ঙ্কর যোদ্ধা, পৌরাণিক জীব আর অসম্ভাব্যতা নিয়ে তৈরি হয়েছে ইভলভ। এতে রয়েছে অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা আর অনন্যসাধারণ কী কনফিগারেশন। সম্পূর্ণ ফ্রি মোড গেম হওয়া সত্ত্বেও গেমারের যেকোনো সিদ্ধান্ত গেমের ঘটনাপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে না। আছে ইচ্ছেমতো ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ এবং চলাচলের সুবিধা। গেমার সম্পূর্ণ ম্যাপে ইচ্ছেমতো বিচরণ করতে পারবে শুধু একটি শর্তে; বেঁচে থাকতে হবে। গেমার সম্পূর্ণ ম্যাপে যেখানে খুশি সেখানে যাচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ করতে পারবে। এর বৈচিত্র্যময় ক্রাফটিং সুবিধা গেমারকে মগ্ন রাখবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর যারা একটু কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন তাদের কল্পনার প্রধান উপজীব্যও হয়ে বসতে পারে ইভলভ, নতুন করে জন্ম নিতে পারে ছোটবেলার কল্পনাগুলো। ছবির মতো অসাধারণ সুন্দর প্রাকৃতিক চিত্রকলা গেমারকে মুগ্ধ করে রাখবে। অত্যাধুনিক গ্রাফিক্স এবং মনোরম গেমিং পরিবেশ ও শব্দশৈলী ইভলভকে গেমিং জগতের এক নতুন যুগের সূচনার দিকে নিয়ে গেছে।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিসতা/৭, **সিপিইউ :** কোরআই৩ ১.৭/এএমডি সমমানের, **র‍্যাম :** ৪ গিগাবাইট উইন্ডোজ ৭/৪ গিগাবাইট উইন্ডোজ ৮, **ভিডিও কার্ড :** ১ গিগাবাইট পিক্সেল শেডার, হাই গ্রাফিক রেন্ডারিং, সাউন্ড কার্ড ও কিবোর্ড কজ

ব্ল্যাকগার্ডস

জীবনটা নানা ধরনের নিয়ম-কানুনের মধ্যে থেকে মাঝেমাঝেই হাঁপিয়ে ওঠে। তাই মাঝেমাঝে খারাপ হয়ে যাওয়াটা মন্দ নয়। দাসপ্রথা থেকে শুরু করে যুদ্ধক্ষেত্রে গণহত্যার মতো সবকিছুই মোটামুটি ঠিকঠাক মনে হয় এমন সময়। ব্ল্যাকগার্ডস সেটারই সুযোগ করে দিচ্ছে গেমারকে। গেমারকে শুরু করতে হবে পুরনো একটি প্রিজন সেল আর বলবিদ্যার নানা আঁকাআঁকির মধ্য দিয়ে। এরপর থেকে গল্প এগোনোর সাথে সাথে শুরু করা যাবে যাচ্ছেতাই, ভালো কিংবা মন্দ। পুরোপুরি বাস্তব মডেলের অস্ত্র ও আর্সেনাল গেমারকে করবে মন্ত্রমুগ্ধ। নিজের বিভিন্ন স্টাইল, অরিজিন ইত্যাদি গেমার গেমের শুরুতেই সিলেক্ট করে নিতে পারবে। গেমারের নির্দিষ্ট আর্সেনাল এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই হবে। গেমজুড়ে আছে টানটান উত্তেজনা, অদ্ভুত নাটকীয়তা আর অবশ্যই রক্তক্ষয়। দুর্দান্ত স্ট্র্যাটেজিক শুটিং গেম আবহের গ্রাফিক্স আর অনেকটাই বাস্তব শব্দকৌশল গেমারকে বাস্তব আর গেমিংয়ের অপূর্ব সমন্বয়কে জীবন্ত করে তুলবে। সবচেয়ে মনমুগ্ধকর জিনিস হিসেবে আছে ফ্রিডম অব ক্রিয়েশন আর ফ্রিডম অব ডিসিশন। সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ ছাড়াও গেমারকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ওপর কিছুটা নির্ভর করতে হবে। কারণ, গেমটির এআই যথেষ্টই ভালো প্রতিপক্ষ। অপটিমাল ফাইটিং ক্যালিভার এবং পূর্ববর্তী স্টোরিলাইনের কথা মাথায় রেখে এগোতে হবে প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রত্যেক সময় নিত্য-নতুন স্ট্র্যাটেজি গেমারকে এনে দেবে নতুন লেভেল আর এসব স্ট্র্যাটেজি গেমারকে তৈরি করতে হবে সূক্ষ্মতম মস্তিষ্কের সাহায্যে, যার কয়েকটি করতে হবে মুহূর্তের ভেতরে, কোনো কোনোটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘ সময়। এখানে গেমারের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী পারিপার্শ্বিকতা, সবচেয়ে বড় বন্ধুও তাই। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিকতাকে গড়ে তুলতে হবে আরও চৌকস করে। এরপর বেরিয়ে পরে অন্ধকারের এই ভয়ঙ্কর রাজত্বের শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে অথবা অশান্তি– যেরকম গেমারের ইচ্ছে। যুদ্ধ এবং তার পাশাপাশি যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দুটোই গেমারের কাঁধে এসে পড়বে। আর এর মাঝেই খুঁজে ফিরতে হবে বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া গুপ্তধন।

গেমারের প্রত্যেক শত্রুরই আছে অদ্ভুত সব ক্ষমতা, যা গেমারের ক্ষমতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করবে। প্রত্যেকটি যুদ্ধে থাকবে অনন্যসাধারণ থ্রিডি শো, যা গেমারকে মুগ্ধ করবে। গেমের পুরোটাই সুন্দর গ্রাফিক্যাল টেক্সচার দিয়ে তৈরি। তাই গেমাররা গেমটিকে বেশ ভালোমতোই উপভোগ করবে বলা যায়। কারণ, এ ধরনের ক্লাসিক গেমিং প্রোডাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে খুব কমই আসে।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিসতা/৭, **সিপিইউ :** কোরআই৩/এএমডি সমমানের, **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ৭/২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ৮, **ভিডিও কার্ড :** ৫১২ মেগাবাইট পিক্সেল শেডার, সাউন্ড কার্ড ও কিবোর্ড কজ